বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

বাংলা গদ্যের উদ্ভব

- বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে মিশনারিদের অবদান অস্বীকার করার নয়। প্রথম দিকে চার প্রকার গদ্য রীতি প্রচলিত ছিল সাহেবি বাংলা, আদালতি বাংলা, কথ্যরীতি, সাধুরীতি।

- গল্পের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হলেও অতি দ্রুত প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও অনেকখানি বিকাশ ঘটে। দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', মনো এল দা আসুমসাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'পর্তুগিজ বাংলা শব্দকোষ', নাথালিয়ান ব্রাসী হ্যালহেড এর 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রথম দিকের বিশেষ সৃষ্টি।

- পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে বাংলা অক্ষর জোগাড় করে শ্রীরামপুরে প্রেস নির্মাণ।

শ্রীরামপুর মিশন

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারীরা শ্রীরামপুর মিশন তৈরি করেন। পন্ডিত বর্গ হলেন উইলিয়াম কেরি, টমাস, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ। বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অস্বীকার করার নয়। বাংলা প্রেস নির্মাণ করে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা গদ্য ভাষায় প্রচুর গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মিশনের উদ্যোগে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাঙালার ইতিহাস, কথোপকথন, মঙ্গল সমাচার মতিউর।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ রেফারেন্ট ডেভিড গ্রাউন্ড, পরবর্তীতে উইলিয়াম কেরি এই পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিশেষ ভূমিকা আছে।
- রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরি, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়দের মত পণ্ডিতরা এই কলেজের সহায়তায় প্রচুর গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।
- বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ হল উইলিয়াম কেরি-কথোপকথন, রামরাম বসু-রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-বত্রিশ সিংহাসন ইত্যাদি।

রামমোহন রায়

- ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম। পন্ডিত, সমাজসেবক, সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি প্রথম আধুনিক বাঙালির সম্মান পেয়েছেন। বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহনের অবদান অনেক।
- বিখ্যাত গ্রন্থ গুলি হল-ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, কায়স্থের শহীদ মদ্যপান বিষয়ক বিচার ইত্যাদি।
- বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। কি করে বাংলা গদ্য শিখতে ও পড়তে হয় তা তিনি বাঙালি জাতির হাত ধরে শিখিয়েছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র

- হুগলি জেলার পানি শ্যাওলা গ্রামে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদের জন্ম। ছদ্মনাম টেকোচাঁদ ঠাকুর।
- প্রধান প্রবন্ধগুলি হল-কৃষিপাঠ, ডেবিট হেয়ারের জীবনচরিত, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের পূর্বাবস্থা।
- কৃষি পাঠ প্রবন্ধে বাংলার কৃষিজ পণ্য বিষয়ে আলোচনা আছে। ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত প্রবন্ধে ডেভিড হেয়ারের জীবনের কর্মকাণ্ড ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

- বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে অক্ষয়কুমার দত্তের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। মননশীল গদ্য রচনায় তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।
- বিখ্যাত গ্রন্থ গুলি হল ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ধর্মনীতি ইত্যাদি।
- বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য যে বুদ্ধি প্রধান তা তিনি দেখিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যকে যুক্তিতর্কের ভার বহনের ক্ষমতা যুগিয়ে ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যের জনক।
- বিখ্যাত গ্রন্থ গুলি হল-বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস, সীতার বনবাস, বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ বিষয়ক প্রস্তাব, অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল ইত্যাদি।
- বিদ্যাসাগরের হাতে সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের জন্ম। বাংলা গদ্য ভাষায় যতি চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছিলেন। ভাষার মধ্যে অনতিলক্ষ্য ছন্দচেতনা এনেছেন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার কাঠালখোলা পাড়ায় জন্ম কর্মজীবনে ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন।

- বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বিখ্যাত প্রবন্ধ গুলি হল- লোক রহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, বিচিত্র প্রবন্ধ।

- লোক রহস্য সংকলনে মার্জিত ব্যঙ্গ আর হালকা হাসির আবরণে সমাজ সচেতনতা ও দেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ কমলাকান্তের দপ্তর। সমাজ বিষয়ক বিশিষ্ট প্রবন্ধ সাম্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা চলিত গদ্য রীতির সার্থক উদগাতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি হুতুম প্যাঁচার নকশা। উনিশ শতকের বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। গদ্য ভাষা চলিত গদ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে তৈরি।

মীর মোশাররফ হোসেন

- ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিষাদ সিন্ধু। বাংলা গদ্যভাষা শিক্ষায় এই গ্রন্থের ভূমিকা অসামান্য। অন্যান্য গ্রন্থ গুলি হল রত্নবতী, গো জীবন, হযরত বেলালের জীবনী, আমার জীবনী, বিবি কুলসম।
- বাংলা গদ্যের অনুপম শৈলী নির্মাণে মোশাররফ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা গদ্য প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গদ্য ভাষা ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তিনি যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা চিরকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গুলিকে কয়েকটি ধারায় বিন্যস্ত করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথা-

- রাজনৈতিক প্রবন্ধ- ব্যাধি ও প্রতিকার সমস্যা স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি ইত্যাদি

- সামাজিক সমস্যার মূলক প্রবন্ধ-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পূর্ব ও পশ্চিম, সভ্যতার সংকট কালান্তর, আত্মপরিচয় ইত্যাদি।

- প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন মূলক প্রবন্ধ-
  নববর্ষ, তপবন, ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি।

- স্বদেশ চিন্তামূলক প্রবন্ধ- ভারতবর্ষের ইতিহাস।

- শিক্ষা চিন্তা মূলক প্রবন্ধ- শিক্ষা, য়ুনিভার্সিটি বিল।

- ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ-ধর্ম, মানুষের ধর্ম, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ইত্যাদি।

- ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ-ইতিহাস

- সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ- সমালোচনা প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক সাহিত্য সাহিত্য লোক সাহিত্য সাহিত্যের পথে ইত্যাদি।

- সাহিত্য তত্ত্ব মূলক প্রবন্ধ- সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ।

- ব্যক্তিগত প্রবন্ধ- পঞ্চভূত, জাপান যাত্রী, পথের সঞ্চয় ইত্যাদি।

- বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ- ভারতবর্ষ, মহাত্মা গান্ধী, রাজা প্রজা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ

- স্বামী বিবেকানন্দ হলেন একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, প্রাবন্ধিক ও গদ্য রচয়িতা। উনিশ শতকের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল বলা যায় তাঁকে।

- বিবেকানন্দের প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল- প্রাচ্য পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা। এছাড়াও অসংখ্য চিঠিপত্র ও বক্তৃতা বিশেষভাবে মূল্যবান বাংলা ভাষা সাহিত্যের জন্য।

- ভারতবাসীর আত্মিক ও সামাজিক বিকাশে বিবেকানন্দের প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে সহায়ক বলে আমাদের মনে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

- বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও মননের বিশিষ্ট প্রকাশ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল-প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা, মায়াপুরী, চরিত্র কথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ, বিচিত্র জগত, নানা কথা ইত্যাদি

প্রমথ চৌধুরী

- প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে মজলিসে আলাপের সুর, লীলায়িত ছন্দ, ভারমুক্ত স্বাচ্ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। হাসি তামাশা ও রঙ্গরসের ছদ্মবেশে গভীর তত্ত্বমূলক প্রসঙ্গ প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন।
- বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল- তেল নূন লকড়ি, বীরবলের হালখাতা, আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা, নানা চর্চা, আত্মকথা, প্রাচীন হিন্দুস্তান ইত্যাদি।
- যুক্তনিষ্ঠ আবেগহীনতা তির্যক বাগভঙ্গি ও নাগরিক বৈদগ্ধ তার গদ্য ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধন্যবাদ